بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহে আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৬ জুলাই ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজও আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণই করব। প্রথম যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে, তার নাম হলো, হযরত মুযাহের বিন রাফে (রাঃ)। তাঁর এর পিতার নাম ছিল রাফে বিন আদী। হযরত রা'ফে (রাঃ) উহুদ, পরীখা এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে হযরত মুযাহের মৃত্যুবরণ করেন।

ইয়াহিয়া বিন সাহ্ল বিন আবু হাসমাহ্ বর্ণনা করেন যে, হযরত মুযাহের বিন রাফে হারসী সিরিয়া থেকে কয়েকজন শক্তিশালী শ্রমিক সাথে নিয়ে আমার পিতার কাছে আসেন যাতে তারা তার কৃষিভূমিতে কাজ করতে পারে। তারা খায়বার পৌঁছার পর সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। সেখানে ইহুদীরা এই শ্রমিকদেরকে হযরত মুযাহেরকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে আর তাদেরকে গোপনে ২টি অথবা তিনটি ছুরি প্রদান করে। হযরত মুযাহের যখন খায়বার থেকে বাইরে বের হন আর সেবার নামক স্থানে পৌঁছেন যা খায়বার থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত, তখন তারা হযরত মুযাহের এর ওপর আক্রমণ করে এবং পেট কেটে তাকে শহীদ করে দেয়। এর বিনিময়ে ইহুদীরা তাদেরকে পাথেয় এবং খোরাক দিয়ে খায়বার ফিরে যাওয়ার জন্য বিদায় দেয়, আর তারা সিরিয়ায় ফিরে যায়। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি বলেন, আমি খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছি আর সেখান থেকে লব্ধ ধন-সম্পদ বিতরণ করতে যাচ্ছি, আর এর সীমানা নির্ধারণ করতে যাচ্ছি আর ভূমির আইল নির্ধারণ করতে যাচ্ছি, অর্থাৎ এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে আর ইহুদীদের সেখান থেকে দেশান্তরিত করতে যাচ্ছি, কেননা মহানবী (সাঃ) তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে ততদিন কোন ঠাঁই বা আশ্রয় দিব না যতদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঠিকানা বা আশ্রয় না দেন আর আল্লাহ্ তাদেরকে দেশান্তরিত করার অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, হযরত উমর (রাঃ) এমনটিই করেন। হযরত মুযাহের (রাঃ)'র শাহাদতের ঘটনা ঘটেছিল ২০ হিজরীতে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত মালেক বিন কুদামা (রাঃ)। হযরত মালেক বিন কুদামার পিতার নাম ছিল কুদামা বিন আরফাজাহ্। আনসারদের অওস গোত্রের বনু গানাম বংশের সাথে হযরত মালেক এর সম্পর্ক ছিল। হযরত মালেক তার এক ভাই হযরত মুনযের বিন কুদামার সাথে বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত খুরায়েম বিন ফাতেক (রাঃ)। তার সম্পর্ক ছিল বনু আসাদ এর সাথে। হযরত খুরায়েম বিন ফাতেক তার ভাই হযরত সাবরা বিন ফাতেক এর সাথে বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। হযরত খুরায়েম পরবর্তীতে ছেলেকে নিয়ে কুফা'য় স্থানান্তরিত হন আর এক বর্ণনা অনুসারে তারা উভয়ে রাক্কাহ্ শহর যা ফোরাৎ নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ শহর, সেখানে স্থানান্তরিত হন এবং তারা উভয়েই সেখানেই হযরত আমীর মু'য়াবীয়ার শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত মা'মার বিন হারেস। তার সম্পর্ক ছিল কুরাইশের বনু জুমার গোত্রের সাথে। তার পিতার নাম ছিল হারেস বিন মা'মার। আর মাতার নাম ছিল কুতায়লা বিনতে মাযঊন, যিনি হযরত উসমান বিন মাযঊন এর বোন ছিলেন। হযরত মা'মার এর আরো দুইজন ভাই ছিলেন, যাদের নাম ছিল হাতেব এবং হাত্তাব। এরা তিনজনই মহানবী (সাঃ) এর দ্বারে আরকামে প্রবেশের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মা'মার **"আসসাবেকূনাল আউয়ালূনা"** অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। হযরত আয়েশা বিনতে কুদামা থেকে বর্ণিত যে, বনু মাযঊন এর মধ্য থেকে হযরত উসমান, হযরত কুদামা, হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত সায়েব বিন উসমান বিন মাযঊন এবং হযরত মা'মার বিন হারেস মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানীর ঘরে অবস্থান করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) হযরত মা'মার এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, হযরত মুআয বিন আফরার সাথে। হযরত মা'মার বিন হারেস বদর, উহুদ, খন্দক-সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)

এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত উমরের খিলাফতকালে ২৩ হিজরী সনে হযরত মা'মার বিন হারেস এর ইন্তেকাল হয়।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত যুহায়ের বিন রাফে। তিনি পূর্বোল্লিখিত সাহাবী হযরত মুযাহের এর ভাই ছিলেন। হযরত যুহায়ের আনসারদের অউস গোত্রের বনু হারেসা বিন হারেস বংশের সদস্য ছিলেন। হযরত যুহায়ের বিন রাফে (রাঃ) এর ছেলের নাম ছিল উসায়েদ, যিনি সাহাবী হওয়ার মর্যাদাও লাভ করেছিলেন। হযরত যুহায়ের (রাঃ) রাফে বিন খুদায়েজ এর চাচা ছিলেন। হযরত যুহায়ের (রাঃ) এর স্ত্রীর নাম ছিল ফাতেমা বিনতে বিশর। যিনি বনূ আদি বিন গানাম গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। হযরত মুযাহের বিন রাফে (রাঃ) হযরত যুহায়ের (রাঃ) এর সহোদর ছিলেন। দুই ভাইয়েরই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছে। হযরত যুহায়ের (রাঃ) আকাবার দ্বিতীয় বয়আত এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আমর বিন ইয়াস (রাঃ)। হযরত আমর (রাঃ) ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন এবং আনসারদের বনু লওযান গোত্রের মিত্র ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল ইয়াস বিন আমর। হযরত আমর (রাঃ) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আমর (রাঃ), হযরত রাবি বিন ইয়াস এবং হযরত ওরাকা বিন ইয়াস (রাঃ) এর ভাই ছিলেন। আর এই তিন ভাইয়েরই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ হয়।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মুদলেজ বিন আমর (রাঃ)। হযরত মুদলেজ বিন আমর (রাঃ) এর নাম মিদলাজও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বনু সুলায়েম গোত্রের বনুহুজর বংশের সদস্য ছিলেন। হযরত মুদলিজ (রাঃ) বদরের যুদ্ধে নিজের দুই ভাই হযরত সাকফ বিন আমর এবং হযরত মালিক বিন আমর এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুদলেজ বিন আমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর সাথে বদর, উহুদ-সহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু হয় ৫০ হিজরী সনে হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে।

অতঃপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুহায়েল (রাঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) এর পিতার নাম সুহায়েল বিন আমর এবং মাতার নাম ফাখতা বিনতে আমর ছিল। তার ভাইয়ের নাম ছিল আবু জানদাল। যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুহায়ল ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসেন, তখন তার পিতা জোর পূর্বক তাকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেন, অর্থাৎ তাকে বাধ্য করেন। তিনি (রাঃ) মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। মুশরিকদের সাথে তিনি বদরের যুদ্ধের জন্য আসেন। যখন বদরের প্রান্তরে মুসলমান ও মুশরিকরা লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয় আর উভয় সৈন্যদলের যখন পরস্পরের ওপর দৃষ্টি পড়ে, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুহায়েল মুসলমানদের কাছে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধ শুরুর আগেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হন; এভাবে তিনি মুসলমান অবস্থায় বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। তখন তার বয়স ছিল ২৭ বছর। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুহায়েল বদর, উহুদ, পরিখাসহ সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে অংশ নেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছ থেকে নিজ পিতার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে নেন, অর্থাৎ 'তাকে ক্ষমা করে দিন, আপনার কাছে আশ্রয় দিন'। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি কি আমার পিতাকে নিরাপত্তা দান করবেন?' তিনি (সাঃ) উত্তর দেন, 'সে আল্লাহ্‌র দেয়া নিরাপত্তার কারণে নিরাপদে রয়েছে; ঠিক আছে, তার উচিত সে যেন বাইরে বের হয়ে আসে।' এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের আশেপাশে থাকা সাথীদের বলেন, 'যে ব্যক্তি সুহায়েল বিন আমরকে দেখবে, সে যেন তাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে না দেখে। আমার প্রাণের শপথ! নিশ্চয়ই সুহায়েল বুদ্ধিমান এবং ভদ্র মানুষ, আর সুহায়েলের মতো লোক ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারে না।' হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুহায়েল উঠে তার পিতার কাছে যান আর তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করেন। সুহায়েল বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! তিনি বৃদ্ধ বয়সেও আর শৈশবেও পুণ্যবান ছিলেন।' এভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র পিতা সুহায়েল সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সুহায়েল ঈমান আনার ঘটনার পর থেকে বলতেন, 'আল্লাহ্ আমার ছেলের জন্য ইসলামে অনেক বেশি মঙ্গল রেখে দিয়েছেন।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইয়ামামার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, আর সেই যুদ্ধেই দ্বাদশ হিজরীতে হযরত আবুবকর সিদ্দিকের খিলাফত কালে তিনি শহীদ হন। তখন তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুহায়েলের পিতা হযরত সুহায়েল বিন আমর তার সাথে দেখা করতে আসেন; তখন হযরত আবুবকর তার কাছে তার পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। এতে হযরত সুহায়েল বলেন, 'আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবে; তাই আমি এই আশা রাখি যে,

আমার ছেলে আমার পূর্বে অন্য কাউকে দিয়ে তার সূচনা করবে না', অর্থাৎ আমি যখন মৃত্যু বরণ করব, তখন সে আমার ক্ষমা-লাভের জন্য সুপারিশ করবে। অনুরূপভাবে অপর একটি বর্ণনানুসারে হযরত আব্দুল্লাহ্ বাহরাইনের জোয়াসা নামক স্থানে ৮৮ বছর বয়সে শহীদ হন। জোয়াসা বাহরাইনে আব্দুল কায়েসের দুর্গ যা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর খিলাফতকালে ১২ হিজরিতে আলা বিন হাযরামি জয় করেছিলেন। যাহোক, এ উভয় বর্ণনাই রয়েছে।

এখন যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত ইয়াযিদ বিন হারেস। হযরত ইয়াযিদ বিন হারেস আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু আহমার বিন হারেসা বংশের লোক ছিলেন। হযরত ইয়াযিদ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত উমায়ের বিন হুমাম। হযরত উমায়ের বিন হুমাম আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সালামার বনু হারাম বিন কা'ব বংশের সদস্য ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত উমায়ের বিন হুমাম এবং হযরত উবায়দা বিন হারেস মাত্তালেবীর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরা দুজনই বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে মুশরেকরা যখন কাছাকাছি এসে যায় তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সেই জান্নাতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হও যার বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সমান। বর্ণনাকরী বলেন, হযরত উমায়ের বিন হুমাম নিবেদন করেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! সেই জান্নাত যার বিস্তৃতি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমান, এ কথা কি আপনি বলছেন? তিনি (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ। এতে তিনি বলেন, 'বাহ্, বাহ্' অর্থাৎ আমাদের কী সৌভাগ্য, আমাদের কী সৌভাগ্য। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, তুমি 'বাহ্, বাহ্' কেন বলছ বা কোন কারণে বলছ? তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! খোদার কসম, আমি শুধু এই বাসনার বশবর্তী হয়ে এটি বলছি যে, আমি যেন জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। তিনি (সাঃ) বলেন, তুমি জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করে, এতে শহীদ হয়ে যান। বদরের যুদ্ধের সময় হযরত উমায়ের বিন হুমাম এই রণ-সঙ্গীত পড়ছিলেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকওয়া এবং পরকাল ছাড়া আর কোন পাথেয় নিয়ে যাওয়া যায় না। আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অবিচল থাকি, তাকওয়া নিঃসন্দেহে অনেক উন্নতমানের জিনিস আর হেদায়াতের দিকে সর্বত্তোম পথপ্রদর্শক। আর জীবীত সবাই একদিন মৃত্যুবরণ করবে।

ইসলামে আনসারদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম শহীদ ছিলেন হযরত উমায়ের বিন হুমাম, কতকের মতে সর্বপ্রথম আনসারী শহীদ ছিলেন হযরত হারেসা বিন কায়েস। দু'টি পৃথক রেওয়ায়েত রয়েছে। যাহোক, এই দু'জনই বদরের যুদ্ধে শাহদত বরণ করেন।

হযরত হুমায়েদ আনসারী ছিলেন আরেকজন সাহাবী, যার এখন স্মৃতিচারণ করব। হযরত জুবায়ের বর্ণনা করেন, মদীনার পাথুরে ভূমিতে 'কারেযা' অর্থাৎ ক্ষেতে পানি সেচের জন্য সরু যে নালা হয়ে থাকে তা নিয়ে এক আনসারীর সাথে তার বাগ্‌বিতণ্ডা হয়, যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর কাছে সেই বিবাদ মিমাংসার জন্য আসে। সেই নালা থেকে তারা দু'জনই জমিতে পানি সেচ দিতেন। মহানবী (সাঃ) হযরত যুবায়েরকে বলেন, যুবায়ের প্রথমে তুমি জমিতে পানি সেচ দাও, (প্রথম দিকে তার জমি ছিল) এরপর তোমার প্রতিবেশির জন্য সেই নালার মুখ ছেড়ে দাও, অর্থাৎ তুমি পানি দাও, এরপর তার অংশ হিসেবে তার জন্য তা ছেড়ে দাও। এই কথায় সেই আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই সিদ্ধান্ত কী আপনি এ কারণেই তার পক্ষে দিচ্ছেন যে, তিনি আপনার ফুপাত ভাই। এই কথা শোনামাত্র মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র চেহারা মোবারক রক্তিম হয়ে যায়। এরপর তিনি (সাঃ) হযরত যুবায়েরকে বলেন, প্রথমে আমি অনুগ্রহসুলভ কথা বলেছিলাম যে, অল্প পানি দিয়ে তার জন্য ছেড়ে দাও, এখন এখানে অধিকারের প্রশ্ন এসেছে, তাই এখন তুমি পানি দিবে আর তা আটকে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পানি আইল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নিজের ক্ষেতে পুরো পানি সিঞ্চন কর। মহানবী (সাঃ) হযরত যুবায়েরের জন্য তার পুরো প্রাপ্য নিশ্চিত করেন। অথচ প্রথম দিকে মহানবী (সাঃ) হযরত যুবায়েরকে তাঁর মতামত সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন যাতে তার জন্য এবং সেই আনসারীর জন্য অনেকটা ছাড় দেয়া হয়েছিল। সেই আনসারী যখন মহানবী (সাঃ) কে অসন্তুষ্ট করে তখন তিনি (সাঃ) হযরত যুবায়েরকে সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্ত দিয়ে তাকে তার পুরো প্রাপ্য প্রদান করেন। উরওয়া বলেন, হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলতেন, খোদার কসম! আমি মনে করি এ আয়াতটি উক্ত ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে যে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, যতক্ষণ তারা সকল বিষয়ে, যেগুলো নিয়ে তাদের মাঝে বিবাদ হয়ে থাকে, তোমাকে বিচারক না মানবে, আর এরপর তোমার মীমাংসায় তাদের অন্তর দ্বিধাহীন না হবে এবং পূর্ণরূপে আনুগত্যকারী না হবে ততক্ষণ তারা কখনোই মু'মিন হবে না। (সূরা আন নিসা: ৬৬)

আল ইসাবা, উসদুল গাবা এবং সহীহ্ বুখারীর শারাহ্ (তফসীর বা ব্যাখ্যা) ইরশাদুস সারীতে লিখা

আছে যে, আনাসারদের যে ব্যক্তির সাথে হযরত যুবায়ের-এর বিগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত হুমায়েদ আনসারী যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, কখনো কখানো শয়তান গোপনে আক্রমণ করে কিন্তু এই বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা তাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন।

হযরত আমর বিন মুআয বিন নো'মান অসী ছিলেন আরেকজন সাহাবী। হযরত আমরের পিতার নাম মুআয বিন নো'মান আর তার মাতার নাম কাবশা বিনতে রাফে ছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হযরত আমর বিন মুআয এবং হযরত উমায়ের বিন আবু ওয়াক্কাস-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত আমর বিন মুআয তার ভাই হযরত সা'দ-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আমর বিন মুআয উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। শাহাদতের সময় হযরত আমর বিন মুআয এর বয়স ছিল ৩২ বছর।

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত মাসুদ বিন রাবীআ বিন আমর। হযরত মাসুদ বিন রাবীআ কারা গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং তিনি বনু যোহরা গোত্রের মিত্র ছিলেন। হযরত মাসুদের পিতার নাম রাবী ছাড়া রাবীআ ও আমেরও বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাসুদের এক পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ্‌ও পাওয়া যায়। হযরত মাসুদের পরিবারকে মদিনাতে ক্বারী বলা হতো। তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর দ্বারে আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মহানবী (সাঃ) হযরত উবায়েদ বিন তাইয়্যেহান ও তার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। হযরত মাসুদ বিন রাবীআ বদর, উহুদ, খন্দক এবং এছাড়াও অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। ত্রিশ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং সেসময় তার বয়স ৬০ বছরের বেশি ছিল।

আল্লাহতালা এই সমস্ত সাহাবীদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন এবং তাদের যেসব পুন্যকর্ম ছিল তা যেন আমরাও জারি রাখতে পারি। এরপর আমি সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এটি বলতে চাই যে, আগামী জুমুআ থেকে ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা এখানে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে, দোয়া করুন সর্বদিক থেকে যেন এটি কল্যাণমণ্ডিত হয়। আল্লাহতা'লা যেন সবদিক থেকে এটিকে কল্যাণমণ্ডিত করেন। যাদের বিভিন্ন ডিউটি বা দায়িত্ব রয়েছে তারা নিজেদের সকল শক্তি সামর্থ্যসহ এসব ডিউটি পালনের জন্য চেষ্টা করুন এবং দোয়াও করুন, আল্লাহতা'লা যেন তাদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করেন। আল্লাহতা'লা তাদেরকে উত্তমভাবে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) এর মেহমানদের সেবা করার তৌফিক দান করুন। এবছর ট্রান্সপোর্ট বিভাগকে এদিক থেকে কিছুটা বেশি কাজ করতে হবে এবং পরিকল্পনাও করতে হবে যে, এখানে জামাতী আবাসন ব্যবস্থায় যেসব মেহমান অবস্থান করছেন তাদেরকে জলসার পূর্বে ও পরেও কিছুদিন ইসলামাবাদ আনা-নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি অফিসার জলসা সালানাকে বলেছিলাম যে, এর জন্য পরিকল্পনা করুন। আশা করি এক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়ে থাকবে যেন মেহমানরা সেখানে ইসলামাবাদেও এসে নামায আদায় করতে পারেন। আর জলসার দিনগুলোতে তো হাদীকাতুল মাহদীতে এখান থেকে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা থাকেই। আল্লাহতা'লা সবাইকে সকল কাজ সুচারুরূপে করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

BOOK POST
PRINTED MATTER

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
26 July 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B